

বাংলার গান গাই।

এ গানের ওপর শংকর রায়ের লেখা পড়ে ভেবেছিলাম কিছু লিখব। পরে দেখি ফরিদ আহমেদ, সৌমিত্র বোস ও অভিজিৎ রায়ও লিখেছেন। তাই এ লেখাটা একটু ছন্নছাড়া হল। শুনেছি লোকে প্রথমে এটাকে বাবুর লেখা-সুর মনে করেছিল কারণ ঢাকার এক টিভি-চ্যানেল এ গান দিয়ে নিয়মিত শুরু হত কোন গীতিকার-সুরকারের নাম ছাড়াই। প্রথম সুযোগেই বাবু গীতিকার-সুরকারের নাম সবাইকে বলে সে ভুল ভেঙ্গেছেন। প্রতুলের নাম লেখা সিডিটা বাজারে এসেছে অনেক পরে। বাবু সম্বন্ধে ফরিদ যা বলেছেন তা সর্বাংশে সত্যি। বাবু সামাজিক-স্বৈচ্ছাদায়বদ্ধ সৎ শিল্পী। গানটা বিখ্যাত হবার গভীর কারণ আছে। কয়েক দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতায় যতই মনে হচ্ছিল দেশপ্রেম বলে কোথাও কিছু নেই ততই জাতির মন-মানস অন্তরীক্ষে এ গানের জন্যে তৈরী হচ্ছিল। গানটা এল যেন মরুতে বন্যা এল। আজ দুনিয়ার কত বাড়ি-গাড়ীতে এ গান বাজে তার ইয়ত্তা নেই, আমার গাড়ীতে তো নিরন্তর বাজে। আমি জামাতের বিরুদ্ধে যে পরিশ্রম করি তার কতবড় অনুপ্রেরণা এই গান, বাবু-প্রতুল জানেও না জানার দরকারও নেই।

গান চুরির কথাটা সৌমিত্র বোস একটু সাবধান হয়ে বললে ভাল হত। সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতায় ভোগেন ছোটরা, বড়রা ঠিকই জানেন সংস্কৃতি কোনো তিন আসনের সোফা নয় যে চতুর্থ জনের জায়গা হবে না। এ অনন্ত সমুদ্র, এতে যত আসবে ততই জায়গা আছে। কথা প্যাঁচালে বলতে হবে আমাদের জাতিয় সংগীতের সুরও আসলে একটা লালন-গীতির সুর, কবিগুরু তার কথাকে বদলে নিজের কথা লাগিয়েছেন। হেমন্তের অমরসংগীত হাসপাতাল ছবির “এই রাত তোমার আমার” দক্ষিণ অ্যামেরিকার (?) অজানা প্রাচীন সুরকারের পল্লীগীতির সুর - ছোটবেলায় কাগজে দেখেছি। আমাদের প্রাচীন সম্পদ “সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচো তো দেখি” এবং আরো কিছু পল্লীগীতির সুরে লারেলাপ্লা কথায় বম্বে-সিনেমার গান বানানো হয়েছে। কিশোর কুমারও আরেকটা পল্লীগীতির সুর ব্যবহার করেছেন হিন্দী সিনেমায়। গান-সুরের চুরি দুনিয়াজোড়া কিন্তু এর সাথে বাবু-প্রতুলের মিল নেই। এভাবে পুরো একটা জাতিকে ওয়েবসাইটে ভুল ভাষায় ভুল তথ্যে গালাগালি করাটা ঠিক নয়।

তাঁর গান অনেক কারণেই অনেকের ততটা ভালো নাও লাগতে পারে, দুনিয়ার কোন শিল্পীই সবার প্রিয় হয় না। প্রতুলের কথা সুমনের মত অতটা কাব্যিক নয় ঠিকই কিন্তু নিজস্বতা আছে তার। গায়কী নরম বলে তার গান প্রচলিত অর্থে গণসংগীত হয়ে ওঠেনি তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁর কণ্ঠ একান্তই বৈঠকি, এরকম কণ্ঠে গণ বা জনসংগীত পরিবেশনার যে অন্তর্নিহিত বিরোধ তা তিনি অবলীলায় অতিক্রম করেছেন। তাঁর সুরের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল যতদূর সম্ভব কড়ি-কোমল এড়িয়ে থাকা। প্রতুলের স্ট্যান্ডিং-এ বড় রকম সমস্যা আছে কিন্তু তাঁর সংগীত-বোধ নেই কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি তাল-এর মত জরুরী উপাদানকে প্রায়ই উপেক্ষা করেন, বাদ্যযন্ত্রকেও চলতি প্রাপ্য দিতে তিনি নারাজ বরং পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহার করেন, শ্রমিকের গানে হাতুড়ীর শব্দকে স্বাছন্দে যন্ত্রসংগীতের সুরে-তালে ফেলেছেন তিনি, এমন কারুকার্য তাঁর অনেক গানেই আছে। যন্ত্র ও তালকে উপেক্ষা করে গায়কি প্রতিষ্ঠা এক নুতন ধারা বটে। তাঁর পরিবেশনায় ভারসাম্য যথেষ্ট এবং দূরের নোটেও তাঁর কণ্ঠ নোট মিস করে না। তাঁর রেঞ্জও ভাল, হঠাৎ করে হার্মোনাইজেশনও ব্যবহার করেন তিনি। জনপ্রিয় কবিতাকে তিনি গানে রূপ দেন, যেমন “খোকন খোকন করে মা’য়” কিংবা “পারিব না এ কথাটি বলিও না আর” ইত্যাদি। সংগীত-বোধ না থাকলে এগুলো সম্ভব নয়। তবে তাঁর গানে জনপ্রিয়তার কিছু উপাদানের অভাব আছে বলে তিনি কালোস্তীর্ণ না-ও হতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কি তাতে কিছুই এসে যায় না। লেখক-কবির দর্শন ও শ্লোগানের জন্ম দেন ঘরে বসে। সে মশাল নিয়ে রাস্তায় নামার দায়িত্ব আমাদের, তাঁদের নয়। যে জাতি বাংলার গান গাইতে প্রায় ভুলে গিয়েছিল কিংবা গাইত কৃত্রিম, সে জাতি আজ দুনিয়া জুড়ে গাইছে- “আমি বাংলার গান গাই”। শুধু সুখের গাওয়া নয়, বিভ্রান্ত জাতিকে এ গান পথও দেখাবে।

প্রতুলের গান আমার ভাল লাগে। বিশেষ করেঃ-

গিয়েছিলাম পাখীর হাটে, কিনেছিলাম পাখী - বন্ধু তোমারই জন্যে।

গিয়েছিলাম ফুলের হাটে, কিনেছিলাম ফুল - বন্ধু তোমারই জন্যে ॥

গিয়েছিলাম লোহার হাটে, কিনেছিলাম শেকল

ভারী শেকল, - বন্ধু তোমারই জন্যে ॥

শেষে বাঁদীর হাটে গিয়েছিলাম, খুঁজেছিলাম তোমায়,

পাইনি খুঁজে তোমায়।

বাঁদীর হাটে আমি খুঁজে খুঁজে হন্যে। -

বন্ধু তোমারই জন্যে ॥

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা। ১৯ মে ৩৬ মুক্তিসন